ভোরের কাগজ

তারিখ ... 05 OCT 2002
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১

নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরকার ১০ হাজার নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে বলে সম্প্রতি শিক্ষা সচিবের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গেছে। কিছুকাল আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, দেশব্যাপী প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১০ হাজার স্কুল ও মাদ্রাসাতেই শিক্ষা দানের মান অতি নিম্ন। এগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলে শিক্ষার উন্নততর মান বজায় রাখা সম্ভব হবে এবং সরকারের অন্তত ৩০০ কোটি টাকা অপচয় রোধ হবে।

খবরটির একটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে এই যে, শিক্ষার মানের গুরুতর অবনতির ব্যাপারটা অবশেষে সরকারের নজরে এসেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে একটা জরিপও চালিয়েছে এবং কিছু পদক্ষেপের কথাও ভাবছে। স্কুল, কলেজ-মাদ্রাসায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে শিক্ষার মানের ভয়াবহ অবনতি হয়েছে এটা বাস্তব সত্য। পরীক্ষার ফলে, নকল প্রবণতার অব্যাহত বৃদ্ধিতে এবং সার্টিফিকেটপ্রাপ্তরা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দক্ষতা-যোগ্যতার যে নমুনা রাখছে তাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতার কথা ভাবা হয় না। অপরিকল্পিতভাবে, ব্যক্তির উচ্চাভিলাষ বা সুনাম-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্য থেকে এসব স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসারই উপযুক্ত অবকাঠামো, শিক্ষা-উপকরণ, পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন শিক্ষক ইত্যাদি কিছুই থাকে না। এমপিও ভুক্তি নিয়ে নানা অনিয়ম, নকল করার অবাধ সুযোগ দান, মৃত শিক্ষকের নামে বেতন তোলা, সরকারি বরাদ্দের অপব্যবহার ইত্যাদি অজস্র দুর্নীতি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। এর অনিবার্য পরিণতি হলো এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের মানের অধোগতি। এই অবস্থার প্রতিকার ও সংশোধন অবশ্যই হওয়া দরকার।

অনেক স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসারই উপযুক্ত অবকাঠামো, শিক্ষা-উপকরণ, পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন শিক্ষক ইত্যাদি কিছুই থাকে না। এমপিও ভুক্তি নিয়ে নানা অনিয়ম, নকল করার অবাধ সুযোগ দান, মৃত শিক্ষকের নামে বেতন তোলা, সরকারি বরাদ্দের অপব্যবহার ইত্যাদি অজস্র দুর্নীতি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। এর অনিবার্য পরিণতি হলো এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের মানের অধোগতি। এই অবস্থার প্রতিকার ও সংশোধন অবশ্যই হওয়া দরকার।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এরকম নিম্নমানের প্রায় ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করেছে। এখন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে হয় এগুলো বন্ধ করার কথাই ভাবতে হবে, না হয় এগুলোকে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কোন পথ সরকার নেবে তা সুদূরপ্রসারী বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তবে এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই যে নিম্নমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে শিক্ষার প্রসার ও মান রক্ষা সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভালোর চেয়ে মন্দের কারণ হয়। মন্ত্রণালয় যে রিপোর্ট করেছে তাতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে, যা খুবই জরুরি। কারণ এসব নিম্নমানের স্কুল-কলেজের অনেকগুলোর প্রতিষ্ঠার পিছনে রাজনৈতিক অভিলাষ কাজ করে থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষানীতি থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত কোনো কিছুই রাজনীতির বাইরে নয়। এটা একটা দুঃখজনক বাস্তবতা যে শিক্ষাকে 'জাতির মেরুদণ্ড' বললেও আজ পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো বিষয়কেই সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেখার নজির স্থাপিত হয়নি।